মাসিক

সমন্বিত কৃষি বার্তা

COAST Foundation

৫৭ তম সংখ্যা | অক্টোবর- ২০২২

৯ম বর্ষ | আশ্বিন- কার্তিক ১৪২৮

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry & Live-stock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতারা সাধারনত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋনের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

কুতুবদিয়ায় কেঁচো সারের সফল উৎপাদন

পরিশ্রম আর আগ্রহের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই যেকোনো কাজেই মিলে প্রত্যাশিত ফলাফল। কৃষি কাজের পাশাপশি ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচোসার উৎপাদনেও সফলতার পথে হাটছেন কক্সবাজার জেলার, কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ গ্রামের বাসিন্দা জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতুল ফেরদাউস দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছেন কৃষি কাজ, তার জমিতে উৎপাদন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনরে সবজি। সে তার কৃষিতে ব্যবহার করছেন (জৈব) রাসায়নিক সার, ইউরিয়া টিএসপি সহ

কুতুবদিয়ায় জান্নাতুল ফেরদাউস গৃহস্থালীতে কেঁচো সার উৎপাদন করছেন এবং সজি ক্ষেতে এই সার ব্যবহার করছেন, কারিগরি পরামর্শ দিচ্ছেন কোস্ট কর্মী শাহাদাৎ পারভেজ। ছবিটি তুলেছেন শাখা ব্যবস্থাপক- মোর্শেদ

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক। কোস্ট ফাউন্ডেশন কুতুবদিয়া শাখার সদস্য জান্নাতুল ফেরদাউস একদিন সমিতি মিটিং এ জানতে পারেন কেঁচোসার উৎপাদন ও বিষমুক্ত সবজি চাষের বিষয়ে। রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ছাড়াও চাষ করা যায় ফসল। কিন্তু তার ইচ্ছে থাকা সত্যেও কারিগরি জ্ঞান ও অর্থ না থাকায় উৎপাদন করতে পারছেনা না (ভার্মি কম্পোস্ট) কেঁচো সার। কোস্ট ফাউন্ডেশন ঋন কর্যক্রম ও সাইটেপ প্রকল্পের মাধ্যমে তাকে দেওয়া হয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা। সহায়তা পেয়ে শুরু করেন কেঁচো সার উৎপাদন। ২ টি রিং দিয়ে শুরু করেন , প্রথম মাসেই ২টি রিং হতে ৪০ কেজি সার পান। উৎপাদিত সার ব্যবহার করেন নিজ সজির মাঠে। সফলতা দেখে কেঁচো সার সম্প্রসারনে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জান্নাতুল ফেরদাউস।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে কম খরচে নিরাপদ সজি

"মুই দুই এক বিঘা ক্ষেতে সজি চাষ করেছি। আগে কীটনাশক দিয়া সজি চাষে ৩ হতে চার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল এখন ফেরোমন পদ্ধতির ফাঁদ ব্যবহার করে অনেক খরচ কইম্যা গেছে। এতে করে মুই ফ্রেশ সজি বাজারে বিক্রি করতে পারছি, দামও ভালো পাচ্ছি" কথাগুলো বলেন, নলছিটির রাসেল মিয়া। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সবজি চাষ করছেন। মাছি পোকার আক্রমনে তার ক্ষেতের ফলন তেমন ভালো পাচ্ছেনা। কোন উপায় না পেয়ে প্রতিনিয়ত ছিটছেন তার ক্ষেতে রাসায়নিক কীটনাশক, এর ফলে জমিতে মাছি পোকা গুলো না মরে অন্যত্র উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে তার জমিতে, তাতে এক দিকে উৎপাদন খরছ বাড়ছে তেমন অন্য দিকে নষ্ঠ হচ্ছে উৎপাদিত ক্ষেতের ফসল।

ঝালকাঠিতে শশা ক্ষেতে পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ বসাচ্ছেন কৃষক রাসেল, কারিগরি পরামর্শ দিচ্ছেন কোস্ট কর্মী ইমতিয়াজ। ছবিটি তুলেছেন শাখা ব্যাবস্থাপক-মাকসুদ

দিশেহারা কৃষক রাসেল মিয়া। কোস্ট ফাউন্ডেশনের সাইটেপ প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার তাকে ফেরোমন পদ্ধতির পরামর্শ দেন। স্থানীয় ডিলার থেকে সেক্স ফেরোমন ট্রেপ এনে মাঠে স্থাপন করেন। সজির ক্ষেতে আসা পোকা ফেরোমন ফাঁদে আটকে মারা যেতে দেখে রাসেল খুশি। কীটনাশকের তুলনায় খরচ কম হওয়ায় লাভবান। অন্যদিকে বিষ ব্যবহার না করায় রাসেলের সজির সুনাম বাড়তে থাকে যার বাজার মূল্য অন্যান্য সজি থেকে বেশী। রাসেলে দেখা দেখি গ্রামে আরও ৮/১০ জন কৃষক এই পদ্ধতিতে সজি চাষ করছেন।

টিকা কার্যক্রম

অক্টোবর'২২ ইং মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৬ টি অঞ্চলে মোট ১৫ টি টিকা ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ১৫১১ টি হাঁস-মুরগি এবং ২১০ টি গরু-ছাগলের টিকা দেওয়া হয়েছে।

হাঁস ও মুরগী টিকা দিচ্ছেন । ছবিতে বামে টিকা দিচ্ছেন, চন্দনাইশ, হাছানদন্ডী, ক্যাম্পে কোস্ট কর্মী মোঃ কাউছার উদ্দিন। ছবি তুলেছেন কংকেশ্বর। এবং বামের ছবিতে টিকা দিচ্ছেন মোঃ ইব্রাহিম রিয়াজ । ছবি-তুলেছেন মোঃ কামাল ।

দুই বছরে ৪৩ জোড়া কোয়েল থেকে এখন ২ হাজার একশত টি কোয়েলের মালিক রুমা

''ছোট প্রানীর বৃহত দান, কোয়েল পাখির চাষ বাড়ান''

সাতকানিয়ার ফুলতলার রুমা বেগম কোয়েলের খামারে ডিম সংগ্রহ করছেন।

কৌশল হলো ইনকিউবেটর পদ্ধতি বা তুষ পদ্ধতি । সাতকানিয়ার ফুলতলার রুমা বেগম ২০১৯ সালে মাত্র ৮৬টি কোয়েল পাখি দিয়ে খামারের যাত্রা শুরু। করোনা মহামারিতে ক্ষতির মুখে পড়ে খামারটি। ঘুড়ে দাঁড়াতে কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে প্রণোদনা ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। কিনেন একটি ইনকিউবেটর মেশিন। শুরু করেন ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো। ধীরে ধীরে খামারে বাড়তে থাকে কোয়েলে সংখ্যা। বর্তমানে খামারে কোয়েল পাখির সংখ্যা ২ হাজার একশতটি। ইনকিউবেটরে একসাথে ৪ হাজার পাঁচশতটি ডিম বসানো যায়।

রুমার কোয়েল পাখির খামারে সংগৃহীত ডিম, ছবি- কংকেশ্বর

কিনেন। এলাকায় গড়ে উঠেছে শতাধিক কোয়েলের পারিবারিক খামার। দুই বছরে খামারে লাভ হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। কোস্টের টেকনিক্যাল কর্মী ইমতিয়াজ রুমা বেগমের কোয়েলের খামারের যত্ন এবং ইনকিউবেটরের যাবতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শ দিয়ে থাকে। এলকার আরেক কোয়েল খামারী সোহেল জানান, রুমার খামার হতে তিনি ১০ জোড়া কোয়েল কিনে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে প্রায় এক হাজার কোয়েল রয়েছে।

কুকরীতে কহিনুরের শরীরে হেপাটাইটিস বি সনাক্ত, চিকিৎসায় কোস্ট ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য কর্মী

বমি বমি ভাব, শরীরের চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি, পেট ব্যাথা, প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়ায় কহিনুর বেগম স্বরনাপন্ন হন কোস্ট ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য কর্মী শ্যামলের কাছে। রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিলে কোস্টের স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সনাক্ত হয় হ্যাপাটাইটিস বি। পরীক্ষার আগ পর্যন্ত কহিনুর হেপাটাইটিস এর নামই শুনেনি। দেওয়া হয় পরামর্শ। কুকরী কোস্ট অফিসেই নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ করান কহিনুর। এখন শরীরের উপসর্গ কিছুটা কম বলে জানান। উল্লেখ্য এই চরে প্রায় প্রায় ১২ হাজার মানুষের বসবাস। একটি মাত্র মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় সেবা সম্ভব নয়। বেসরকারী পর্যায়ে কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল গুলোতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।

কুকরীতে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত কহিনুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন স্বাস্থ্যকর্মী শ্যামল

কুতুবদিয়ায় কোস্ট ফাউন্ডেশনের নিয়মিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম শুরু

অক্টোবর'২২ মাসে কুতুবদিয়ায় যোগদান করেন প্যারামেডিক্যাল কর্মী অমর চাকমা। এখন থেকে কুতুবদিয়ার বিভিন্ন গ্রামে নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী, দুগ্ধবতী ও বয়স্কদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হবে। বিকালে মুরালিয়া গেষ্ট হাউজে বিনামূল্যে রোগীদের সাক্ষাৎ নেওয়া হবে।

কুতুবদিয়ার মুরালিয়ায় শিশুর পুষ্টি পরীক্ষা করছেন স্বাস্থ্য কর্মী অমর চাকমা।

সম্পাদকীয়- সমন্বিত কৃষি বার্তার ৫৭ তম সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন কর্মসূচির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।